দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 26 JUN 1993
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৩ ...

পরীক্ষা কেন্দ্রে তান্ডব

দেশের চারটি শিক্ষা বোর্ডের এইচএসসি পরীক্ষা শুরু হয়েছে গত ১৭ জুন। আর প্রথম দিন থেকেই কোন কোন কেন্দ্রে পরীক্ষার্থীদের নকল করার অর্থাৎ অসৎ উপায় অবলম্বনের অস্বাভাবিক প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে। প্রথম দিনই হাটহাজারী, সাতকানিয়া ও বোয়ালখালী—কুমিল্লা বোর্ডের অধীন এই তিনটি কেন্দ্রে গোলযোগ হয়েছে। সেখানে নকল ঠেকানোর চেষ্টা করায় পুলিশের সাথে বহিরাগতদের সংঘর্ষ হয়েছে। এসব বহিরাগতের মধ্যে দুর্ভাগ্যের বিষয়, কিছু অভিভাবকও ছিল।

পরীক্ষার প্রথম দিনেই টোকাটুকির দায়ে সহস্রাধিক ছাত্রকে বহিষ্কার করা হয়েছে। তা সত্ত্বেও পরের পরীক্ষাগুলোতে নকল করার প্রবণতা বিন্দুমাত্র হ্রাস পায় নাই। ফলে, পরীক্ষার্থীদের বহিষ্কারও অব্যাহত রয়েছে। সেই সঙ্গে চলছে বহিরাগতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ। বিভিন্ন কেন্দ্রে নকলে সহায়তা করার দায়ে কয়েকজন পরিদর্শককে পর্যন্ত বহিষ্কার করতে হয়েছে।

পরীক্ষা নিয়ে গোলযোগ এখানেই শেষ হয় নাই। ইংরেজী পরীক্ষায় প্রথম পত্রের দিন নকল করতে বাধা দেয়ায় আনোয়ারা ও সাতকানিয়ায় আসবাবপত্র ও গাড়ি ভাংচুর হয়েছে। তবে সবচাইতে গুরুতর ঘটনা ঘটেছে গত মঙ্গলবার খাগড়াছড়ি ও বৃহস্পতিবার ফটিকছড়ি পরীক্ষা কেন্দ্রে। নকল করার সুযোগ না দেয়ায় খাগড়াছড়িতে পরীক্ষার্থীরা মারমুখী হয়ে ওঠে। তারা বহিরাগতদের সমর্থনও পায়। পরীক্ষার্থী ও বহিরাগতরা মিলে পরীক্ষা কেন্দ্রে তান্ডব সৃষ্টি করে। তারা আইন ও শৃংখলা পরিস্থিতির এমন অবনতি ঘটায় যে অবস্থা মোকাবিলার জন্য সেখানে সেনাবাহিনী তলব করতে হয়।

প্রায় অনুরূপ ঘটনা বৃহস্পতিবার ফটিকছড়িতেও ঘটেছে। উচ্ছৃংখল পরীক্ষার্থীরা ভাংচুর করেছে, বোমাবাজি ও গোলাগুলি করেছে। শিক্ষক ও টিএনওকে বন্দী করে প্রহার করেছে। ম্যাজিস্ট্রেটের উপর হামলা চালিয়েছে।

এ ধরনের উচ্ছৃংখলতা যে কেবল চলতি এইচএসসি পরীক্ষাতেই ঘটেছে তা নয়। গত কয়েক বছর ধরেই এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় হাঙ্গামা হচ্ছে। নকল বন্ধের ব্যাপারে শিক্ষা কর্তৃপক্ষের অনমনীয় মনোভাবই এর কারণ।

যেভাবেই হোক আর যে কারণেই হোক আমাদের দেশের পরীক্ষাগুলোতে একসময় অসদুপায় অবলম্বনের সূত্রপাত ঘটেছিল। ক্রমশ তা এতই ছড়িয়ে পড়ে যে তা একটা জাতীয় ব্যাধিতে পরিণত হয়। লেখাপড়া করে নয়, নকল করে পরীক্ষায় পাস করাটাই এক বিপুলসংখ্যক ছাত্রছাত্রীর লক্ষ্যে পরিণত হয়। এর ফলে আমাদের শিক্ষার মানের অবনতি ঘটেছে, শিক্ষার পরিবেশ কলুষিত হয়েছে। বিদেশে আমাদের বদনাম হয়েছে।

এভাবে সার্টিফিকেট লাভ হয়ত সম্ভব হয়; কিন্তু বিদ্যা অর্জন কখনোই নয়। যথার্থ শিক্ষা গ্রহণ করতে হলে অধ্যয়নের মাধ্যমেই তা করতে হবে। সার্টিফিকেট লাভও করতে হবে সেভাবেই।

কর্তৃপক্ষ তাই পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনের প্রবণতা রোধ করার ব্যাপারে কঠোর মনোভাব গ্রহণ করেছেন এবং নকল বন্ধ করার দৃঢ় লক্ষ্যে অত্যন্ত কড়াকড়ি ব্যবস্থা নিয়েছেন। নকলপ্রবণ পরীক্ষার্থীদের তা পছন্দ হচ্ছে না বলেই কয়েকটি পরীক্ষার হলে অপ্রীতিকর পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে।

আমরা গণটোকাটুকি বন্ধের ব্যাপারে কর্তৃপক্ষ গৃহীত ব্যবস্থাগুলোর প্রতি দৃঢ় সমর্থন জানাই। পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বন কোনমতেই প্রশ্রয় দেয়া উচিত নয় বলে আমরাও মনে করি। কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে যে কঠোর নীতি অবলম্বন করেছেন ভবিষ্যতে বোর্ড ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সব পরীক্ষায় তা প্রয়োগ করতে হবে। আমাদের বিশ্বাস, এই পদক্ষেপ অব্যাহত থাকলে আগামী কয়েক বছরের মধ্যেই পরীক্ষায় নকল করার প্রবণতা বন্ধ করা সম্ভব হবে।